দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... 04 NOV 2015 ...
পৃষ্ঠা ...১৪... কলাম ...৭...

কলাপাড়া : সাক্ষর মা কর্মসূচীর সনদ হাতে বয়স্ক মায়েরা -জনকণ্ঠ

কলাপাড়ায় ২৬৪ মা নিরক্ষরমুক্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলাপাড়া, ৩ নবেম্বর ॥ বয়োবৃদ্ধা এ মায়ের নাম ফাতেমা বেগম। নিজের বয়স বলতে পারেন না। সাগরপাড়ের চরধুলাসার গ্রামে বাড়ি। ৭০ বছর বয়সী এ মানুষটির রয়েছে স্বামী-সন্তান, নাতি-নাতনিসহ অসংখ্য প্রিয়জন। কিশোরী বয়সে এ জনপদে লেখাপড়া তো দূরের কথা, ছিল না কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। ছিলেন সাক্ষরজ্ঞানহীন। জীবনের পড়ন্ত বেলায় ফাতেমা বেগম দীর্ঘ আট মাস স্কুলে গেছেন। পড়েছেন বই। নিরক্ষর থাকার অভিশাপ থেকে নিজেকে করেছেন মুক্ত। নিজের নামসহ সবকিছু এখন পড়তে ও লিখতে পারেন। এজন্য সপ্তাহে ছয়দিন, বিকেল তিনটা থেকে দুই ঘণ্টা লেখাপড়া করতে হয়েছে। লেখাপড়ার জন্য বয়স কোন বাধা নয় এমন দৃঢ়তা নিয়েই এ মানুষটি নিজেকে করেছেন নিরক্ষরমুক্ত। বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা এফএইচ এ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে পরিচালিত বয়স্ক শিক্ষা (সাক্ষর মা) কার্যক্রমের পরিচালিত এমন ছয়টি স্কুলে অসংখ্য মায়েরা শিখেছেন সাক্ষরজ্ঞান। একই গ্রামের ৪০ বছর বয়সী রেণু বেগম জানালেন, এখন তিনি নিজের নাম লিখতে ও পড়তে জানেন। পারেন যোগ-বিয়োগসহ অনেক কিছু। সন্তান-সন্ততি, জামাই থাকার পরও রেণু বেগম ছিলেন স্কুলমুখী। এভাবে চরধুলাসারসহ সেখানকার চারটি গ্রামের সুখী বেগম, তাজনাহার, পারুল, কোহিনুর, তহমিনা, রাহিমা, রাজিয়া, সোনিয়া, তহমিনা, ফাতেমা, রাহনিয়া, রানী, হনুফা বেগম, নাসিমাসহ একশ' ৩৪ মা শিখেছেন লেখাপড়া। সংস্থার কলাপাড়াস্থ সমন্বয়কারী গৌতম চন্দ্র দাস জানান, তারা নীলগঞ্জ ও ধুলাসার ইউনিয়নের ১০টি গ্রামের ২৬৮ নিরক্ষর মায়েদের নিয়ে এ কর্মসূচী চালু করেন। এ বছরের পহেলা মার্চ থেকে দীর্ঘ আট মাস চলে এ প্রোগ্রাম। সোমবার আনুষ্ঠানিকভাবে লেখাপড়ায় সফল ১৩৪ মায়ের সনদ বিতরণ করা হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানে এফএইচের পরিচালক ও মিনিস্ট্রি পার্টনার মিঃ ডিক মোহার, নির্বাহী পরিচালক টিমোথি ডোনাল্ডসন ড্যাঞ্জ, এমিয়া রিজিওনাল কো-অর্ডিনেটর আন্দ্রিয়া ড্যাঞ্জ, ইউএসএর প্রকল্প পরিদর্শক এম জে, মিসেস লরেন, পরিচালক পলিসি ও রিসোর্স বিভাগ মিজানুর রহমান, লিটারেসি অর্গানাইজার মিন্টু আহমেদ জানান, নিরক্ষরমুক্ত করার এ কার্যক্রম আরও ব্যাপকভাবে চালু করতে তারা চিন্তাভাবনা করছেন।